আলো আধারিতে টেকনোলজি পার্ক

ইমদাদুল হক

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আইটি পার্ক বা হাইটেক পার্ককে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৯ সালে দেশের একমাত্র হাইটেক পার্ক তৈরির প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। ২৩১.৬ একর জমি অধিগ্রহণ করতে সময় লেগেছে প্রায় ১০ বছর। শেষ পর্যন্ত বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জমি অবৈধ দখলদারমুক্ত করে প্রশাসনিক ভবন তৈরি করা হয়েছে। তবে এরপর ফের মন্থর হয়ে এসেছে এর গতি। এর পাশাপাশি চলতি বছরেই শুরু হয়েছে নতুন আরেকটি প্রকল্প। উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার পার্কে রূপান্তরের কাজ। অপরদিকে আঞ্চলিক উন্নয়ন সমন্বয় করতে খুলনার ফুলতলায় ৩ একর, যশোরের বারাদিয়ায় ২.২১ একর জায়গা কেনা হচ্ছে। একই সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় টেকনোলজি পার্ক তৈরির জন্য জায়গা খোঁজা হচ্ছে।

এক যুগ কেটে গেছে, তবুও চালু হয়নি গাজীপুরের কালিয়াকৈরে নির্মীয়মাণ দেশের প্রথম হাইটেক পার্ক। টেন্ডার ঘোষণার দুই বছর পেরিয়ে গেলেও পার্ক নির্মাণের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনো ঝুলে আছে। প্রকল্পের কার্যক্রম প্রলম্বিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কালিয়াকৈর প্রকল্প বাস্তবায়নে হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ড নিয়ে। সংবাদকর্মীদের কাছে তথ্য প্রকাশেও তাদের লুকোচুরি এবং অসহযোগী মনোভাবে পুরো প্রক্রিয়াটিই এখন ধূম্রজালে আচ্ছন্ন। প্রকল্পটির দাফতরিক ওয়েবসাইটেও ফুটে উঠেছে এর দৈন্যদশা।

তবে নানা সংশয়ের দোলাচল শেষে দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার পার্কে রূপান্তরের কাজ। চলতি বছরের বিজয় দিবসে (১৬ ডিসেম্বর) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্কটি উদ্বোধন করবেন বলে জানা গেছে। আর সে লক্ষ্যেই সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ধরে কাজ শুরু করেছে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান টেকনো পার্ক বাংলাদেশ লিমিটেড।

হাইটেক পার্কের পটভূমি

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক একুশ শতকের এই বিশ্বে অনেক দেশই তাদের অর্থনীতিকে প্রযুক্তিনির্ভর করাতে দেশের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক আলাদা জোন গড়ে তুলেছে। তথ্যপ্রযুক্তির এসব জোনে বিশ্বের নামি-দামি সব প্রযুক্তি কোম্পানি তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে বিনিয়োগ করে থাকে। এতে একদিকে যেমন স্বাগতিক দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হয় অন্যদিকে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তি সংস্কৃতির প্রসার, দেশীয় শিল্পের দ্রুত বিকাশ, দক্ষ জনশক্তি তৈরি এরকম নানা ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়। আমাদের দেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য একটি বিশেষ জোন স্থাপনের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। এই দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ১৯৯৯ সালে বিজ্ঞান এবং আইসিটি মন্ত্রণালয় দেশে একটি হাইটেক পার্ক স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ শুরু করে। মন্ত্রণালয় তখন বুয়েটের বিআরটিসিকে (ব্যুরো অব রিসার্চ, টেস্টিং অ্যান্ড কনসালটেশন) বাংলাদেশে হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রিপোর্ট জমা দিতে দায়িত্ব দেয়। বিআরটিসি ২০০১ সালে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে প্রধান করে একটি টিম তৈরি করে। তারা ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ঘুরে

কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের নির্মিতব্য অফিস

হাইটেক পার্কের পরিকল্পনা, অপারেশনের দিকসমূহ এবং ব্যবস্থাপনার ধ্যান-ধারণা কী হতে পারে সে বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করে।

সফটওয়্যার পার্কের স্বপ্ন বুনন

২০১০ সালের ২৫ জুলাই। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিসের উদ্যোগে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে আইসিটি শিল্প উদ্যোক্তাদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আ ক ম মোজাম্মেল হক। মধ্যাহ্ন ভোজের পর হাইটেক পার্কের ৫ নং ব্লকে দেড় শতাধিক নারিকেল ও কাঁঠাল গাছের চারা রোপণ করেন বেসিস সদস্যরা। এসময় বেসিস সভাপতি মাহবুব জামান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে বৃক্ষরোপণ করেন।

বৃক্ষরোপণ শেষে 'আইসিটি শিল্পের বিকাশে হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ও আইসিটি ইনকিউবেটরের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল বিষয় উপস্থাপন করেন বেসিসের হাইটেক পার্ক সংক্রান্ত প্রজেক্ট কমিটির আহবায়ক মুশফিকুর রহমান। আলোচনায় পাশের দেশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এমনকি ভুটানে হাইটেক পার্ক রয়েছে বলে উল্লেখ করে বাংলাদেশে হাইটেক পার্ককে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উপযোগী করে অবিলম্বে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাশাপাশি সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের বিকাশ ও রফতানি আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে ঢাকা শহরে একাধিক সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক অথবা সেন্টার এবং বর্তমান আইসিটি ইনকিউবেটরের আদলে নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে আইসিটি ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেলে বেশ কয়েকটি বেসিস সদস্য কোম্পানি হাইটেক পার্কে তাদের গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র চালু করবে বলেও আলোচনায় উল্লেখ করা হয়। সেদিনই প্রথম কালিয়াকৈরের পাশাপাশি ঢাকার কারওয়ান বাজারে অবস্থিত জনতা টাওয়ার, মিরপুরে বিসিকের ইলেক্ট্রনিক্স পার্ক এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরিকে সফটওয়্যার টেকনোলজি সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়।

'জনতা টাওয়ার' সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক : অমিত সম্ভাবনার এক দিগন্ত রেখা

প্রায় তিন দশক ধরে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মতো নষ্ট হচ্ছিল শতকোটি টাকার জনতা টাওয়ার। সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সময়ে রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় নির্মিত হয় টাওয়ারটি। আশির দশকের শেষের দিকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ ▸

এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মেসার্স জনতা পাবলিশার্স কর্তৃক জনতা টাওয়ার নির্মাণ করা হয়।

উত্তরা ব্যাংকের স্থানীয় শাখা থেকে মেসার্স জনতা পাবলিশার্স লিমিটেড তখন ৬ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে জনতা টাওয়ারের নির্মাণকাজ শুরু করে। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার আগেই ক্ষমতা হারান এইচএম এরশাদ। কিন্তু ক্ষমতা হারানোর সাথে জনতা পাবলিকেশনের জন্য নির্মিত ভবনটি নিয়ে এরশাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। উল্টো অবৈধভাবে জায়গা দখল করে ভবন তৈরির দায়ে ১৯৯১ সালে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলায় সাজাভোগের জন্য এরশাদ ২০০১ সালের নির্বাচনে অযোগ্য হয়ে যান। আদালতের রায়ে জনতা টাওয়ার বাজেয়াপ্তের ঘোষণা দেয়া হয়। ভবনের দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয় গণপূর্ত বিভাগকে। সেই থেকে জনতা টাওয়ারটি সরকারি সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

এরপর চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২০০৬ সালের ২৭ এপ্রিল ভবনটি পুনঃসংস্কার এবং অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য টেন্ডার দেয়া হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং স্টারলাইট সার্ভিস লিমিটেড নামে দুটি কোম্পানি যৌথভাবে কাজ পায়। কাজ শুরুর পর রওশন এরশাদ কাজ বন্ধ রাখতে উকিল নোটিস দেন। সেই সময় ভবনটি মালিকানা স্বত্ব বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে মামলা বিচারাধীন থাকায় নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হয়। কাজ বন্ধ থাকায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তের কারণ দেখিয়ে গণপূর্ত বিভাগের নামে মামলা করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি। ৪২ লাখ ৪৬ হাজার ৪৩৭ টাকা আংশিক ব্যয় ধরে গণপূর্ত বিভাগের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। এরপর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে তাদের প্রাপ্য অর্থ বুঝিয়ে দেয়াসহ জনতা টাওয়ারের কাজ আবার শুরুর উদ্যোগ নেয়া হয়।

অবশেষে ২০১০ সালের ৩ অক্টোবর জাতীয় আইসিটি টাস্কফোর্স সভায় জনতা টাওয়ারকে প্রথম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হিসেবে ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সে পরিপ্রেক্ষিতে এটি তৎকালীন বিজ্ঞান ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ না থাকায় এর উন্নয়ন কাজে বিঘ্ন ঘটে। তখন কালিয়াকৈরের প্রকল্পটি আশা জাগাতে না পারলেও জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার পার্কে (এসটিপি) রূপান্তরের কাজ শুরুর দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে দেশের সফটওয়্যার ও আইটিইএস শিল্পের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিস।

এরপর টাওয়ারটিতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক তথা এসটিপি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য Expression of Interest (EoI) এবং তারপর Request for Proposal (RFP) আহবান করা হয়। বিগত কয়েক মাসে প্রাপ্ত অফারসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় যাচাই বাছাই করে এবং যাবতীয় Verification করে একটি কোম্পানিকে নির্বাচন করা হয়। প্রকিউরমেন্ট রুল অনুযায়ী তা আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংয়ের (অনুমোদন) জন্য পাঠানো হয়। চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি ডিজিটাল টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হয় এবং অবিলম্বে কার্যাদেশ প্রদান করে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের সমুদয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এরপর গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তথ্য ও

কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ার এখানে হতে যাচ্ছে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হাইটেক পার্ক অথরিটির সভায় মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কার্যাদেশ দেয়া এবং সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এটিকে সম্পূর্ণরূপে চালু করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রী নির্মাণাধীন পার্কটি পরিদর্শন করেন এবং এর কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন। সবশেষ গত ২২ ফেব্রুয়ারি বেসিস সফটএক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত আগামী ৬ মাসের মধ্যে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক কার্যকর করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

চড়াই-উৎরাই

দীর্ঘ দেড় বছর পর পার্কটি যখন আলোর মুখ দেখতে শুরু করে তখন ফের সামান্য হোঁচট খায় প্রকল্পটি। গত ১ মার্চ এক সংবাদ সম্মেলনে জনতা টাওয়ারে দেশের প্রথম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নিজেদের হাতছাড়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বেসিসের সাবেক সভাপতি মাহবুব জামান। তখন তিনি জানিয়েছিলেন, 'চূড়ান্ত পর্যায়ে জনতা টাওয়ারে মন্ত্রণালয়ের কার্যালয় স্থাপন ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি অফিস স্থাপনের প্রস্তাব দিয়ে মন্ত্রণালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সারসংক্ষেপ পাঠানোর উদ্যোগ চলছে। এর ফলে বিগত ২০ মাসের সব প্রক্রিয়া নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশের প্রথম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।' এমন পরিস্থিতিতে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শরণাপন্ন হন। অবশেষে গত ১০ জুন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও টেকনোপার্ক বাংলাদেশ লিমিটেডের মধ্যে পার্ক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হয়। এতে দুটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা চুক্তিতে সই করেন। বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল ভবনে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন।

বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানাতে গত ১২ জুন দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের তিনটি সংগঠনের উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন টেকনোপার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শওকত আলী। বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি ফয়েজউল্লাহ খান, আইএসবি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আক্তারুজ্জামান মঞ্জু এবং বেসিস সভাপতি মাহবুব জামান, টেকনোপার্কের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান এবং তাদের বিনিয়োগ সহযোগী যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গ্রীনফিল্ড ভেঞ্চারপারের চেয়ারম্যান এনামুল হক, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার এবং মুনির হাসান এ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। এরপর গত ২১ জুন নিজ কার্যালয়ে আনন্দ সমাবেশ করে বেসিস।

যা থাকছে হাইটেক পার্কে

হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে আগামী ছয় মাসের মধ্যে জনতা টাওয়ারকে একটি এসটিপিতে পরিণত করবে টেকনোপার্ক লিমিটেড। সফটওয়্যার শিল্প বিকাশে বিনিয়োগ সহায়তার পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করতে তৈরি করা হচ্ছে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক। ১২ তলা জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার পার্ক হিসেবে রূপান্তরের প্রাথমিক পর্যায়ে ভবনের পঞ্চম তলা থেকে নবম তলা পর্যন্ত নেটওয়ার্কিং, ক্যাবলিং ও ডাটা সেন্টার থেকে শুরু করে ইন্টেরিয়র ও এক্সটেরিয়রের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ জন্য ভবনে একাধিক (ব্রডব্যান্ড ও ওয়াইফাই) ইন্টারনেট সংযোগ, ৩ হাজার কেভিএ ক্ষমতার জেনারেটর স্থাপন করা হবে। পরিবেশবান্ধব হাইটেক পার্ক গড়ে তুলতে পুরো ভবনকে বিশেষভাবে র‍্যাপিং করা হবে। স্থাপন করা হবে ৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতার সোলার প্যানেল। ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে এসটিপি উপযোগী করে সজ্জিত করা হবে।

স্থাপন করা হবে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক

কাজ শেষ হলে এটি একটি আন্তর্জাতিক মানের সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হবে বলে

(বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়)

টেকনোলজি পার্ক

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন পার্ক স্থাপনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান টেকনোপার্ক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শওকত আলী। একান্ত আলাপচারিতায় তিনি জানান, ভবনের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ তলায় চারটি সরকারি দফতর থাকায় আপাতত পঞ্চম তলা থেকে কাজ শুরু করা হচ্ছে। যখনই কোনো ফ্লোর পুরোপুরি প্রস্তুত হবে তখনই এটি প্রাপ্য সফটওয়্যার কোম্পানিকে বুঝিয়ে দেয়া হবে বলে তিনি জানান।

শওকত আলী জানান, ভবনটিকে সফটওয়্যার পার্কে রূপান্তরের কাজ চলাকালেই এর ভাড়া বরাদ্দ নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র নিরীক্ষার পর সফটওয়্যার ফার্মগুলোর মধ্যে তাদের প্রাপ্য স্থান বুঝিয়ে দেবে। দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদ উভয় ক্যাটাগরিতেই বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। জানা গেছে, ইতোপূর্বে যেসব সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হাইটেক পার্ক অথরিটির কাছে স্থান বরাদ্দের আবেদন করেছে তাদের আবারও বরাদ্দ কমিটির কাছে আবেদন করতে হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে টেকনোপার্ক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান, বর্তমানে ভবনটির দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, যৌথ নদী কমিশন, মিরপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং পিডব্লিউডির দফতর রয়েছে। সরকারি এ দফতরগুলোর স্থান বরাদ্দ না হওয়া পর্যন্ত তারা এই সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কেই থাকবে। জানা গেছে, পার্ক ভবনের ষষ্ঠ ও সপ্তম তলায় থাকবে সফটওয়্যার আউটলেটগুলো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার মাঝামাঝি থাকবে ফুড কোর্ট। চতুর্থ তলায় থাকবে জিম। এসব কাজ শেষ হবে আগামী নভেম্বরের মধ্যেই। এছাড়া দ্বিতীয় ফেজে দুই ও তিন তলা খালি হলে ভিডিও ক্যাফে ছাড়াও আইউটসোর্সিং কাজের উপযোগী করে তোলা হবে। এগারো তলায় থাকবে ডাটা সেন্টার।

ফিডব্যাক : netdut@gmail.com